২৬-০৩-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- বাবা তোমাদের নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান দেন, যার দ্বারা সূর্যবংশী ঘরানার স্থাপন হয়, তোমরা এখন সেই ঘরানার মালিক তৈরী হচ্ছ"

প্রশ্ন :- কোন্ বিষয়ের নিশ্চয়তা পাকা হলে সহজেই বাবার অবিনাশী বর্সার অধিকারী হতে পারবে ?

উত্তর :- প্রথমে এই নিশ্চয়তা আনতে হবে যে, বেহদের সেই বাবা স্বর্গ বানাতে এসেছেন, কাজ - কারবার করেও এই কথা যেন স্মরণে থাকে যে, আমরা হলাম সেই বাবার সন্তান, আমরা স্বর্গের মালিক হলে অপার খুশীতে থাকতে পারবো, আর সহজেই অবিনাশী বর্সার অধিকারী হতে পারবো । যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে তাদের অপার খুশীর পারদ সবসময় চড়ে থাকে । আর যদি খুশী না থাকে তো বুঝতে হবে যে, আমার পাই - পয়সার তুল্য নিশ্চয়তা নেই ।

গীত :- যেই দিন থেকে তুমি, আমি মিলেছি -----

ওম শান্তি । এ কার মহিমা হলো ? পরমপিতা পরমাত্মার । তাঁকে বলাও হয় পরমধাম নিবাসী পরমপ্রিয়,পরমপিতা পরমাত্মা । তোমরা হলে সেই অনুভবী বাচ্চা যাদের পরমপিতা পরমাত্মা আপন করে নিয়েছেন আর তোমরা বাচ্চারাও পরমপিতা পরমাত্মাকে আপন করে নিয়েছো । পরম অর্থাৎ উঁচুর থেকেও উঁচু । এখন আত্মাদের বুদ্ধিতে আসে যে, আমরা আত্মারা বাস্তবে পরমধামে পরমপিতা পরমাত্মার কাছেই থাকি । দুনিয়াতে আর কারোরই এই জ্ঞান নেই । তারা তো নিজেদেরই পরমাত্মার রূপ মনে করে, তাহলে তো কোনো জ্ঞানই থাকলো না । সেই পরমপিতা পরমাত্মা যখন এসে মিলিত হন, তখন তিনি নতুন কথা শোনান নতুন দুনিয়ার জন্য । নতুন দুনিয়াতে থাকে নতুন দিন আর নতুন রাত । পুরানো দুনিয়াতে থাকে পুরানো দিন আর পুরানো রাত আর অনেক প্রকারের অনেক দুঃখ । বেশীরভাগই এখানে দুঃখী । রাতে কাম কাটারি চালায় আর দিনেও পাপ করতে থাকে । আর নতুন দুনিয়াতে সর্বদা সুখই সুখ থাকে । এ কথা তো অবশ্যই বুদ্ধিতে থাকবে । নতুন দুনিয়াতে থাকে সূর্যবংশী লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজধানী । এমন বলা হয় না যে প্রিন্স - প্রিন্সেসের রাজধানী । রাজা - রাণীর রাজধানীই বলা হয় । বরাবর সত্যযুগে থাকে শ্রী লক্ষ্মী - নারায়ণের ঘরানা । স্বর্গ থাকার কারণে সেখানে থাকে অনেক সুখ । আর সেই সুখের জন্যই তোমরা পুরুষার্থ করছো, সে হলো পবিত্র রাজধানী । বাবা তোমাদের সেই নতুন দুনিয়ার মালিক বানান । সেই সময় এই বিশ্বে আর কোনো ঘরানা বা ধর্ম থাকে না । যখনই কাউকে বোঝাবে তখন লিখিয়েও নেবে যে, হ্যাঁ এ হলো যথার্থ কথা । প্রতি মুহূর্তে রিভাইস করালে নিশ্চিত হবে --- পবিত্র, নতুন দুনিয়াতে যথা রাজা - রাণী তথা প্রজারাও পবিত্রই থাকে । সদা সুখী থাকে তারা । এখন তো তারা সদা দুঃখী । সঙ্গমেই এই উপহার দেওয়া হয় যে -- কলিযুগের অন্তিমে কি থাকে আর সত্যযুগের আদিতে কি হবে, আজ কি আছে আর কাল কি হবে ? এখন বেহদের রাত সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে । এরপর কাল তোমরা দিনে রাজত্ব করবে । আজ হলো পতিত দুনিয়া আর কাল পবিত্র দুনিয়া হবে । সাধু - সন্ত আদি সবাই গায় - পতিত - পাবন সীতারাম .....যখন দেখবে এমন গান গাইছে তখন জিজ্ঞেস করা উচিত, তোমরা পতিত - পাবন কাকে মনে করে স্মরণ করো ? পতিত কে ? পাবন বা পবিত্রই বা কে করেন ? পতিত দুনিয়া আর পবিত্র দুনিয়া কেমন ? পতিতকে যিনি পবিত্র করেন তিনি অবশ্যই

আসবেন আর পবিত্র করে পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে যাবেন । কলিযুগ অন্তকে পতিত দুনিয়া আর সত্যযুগ আদিকে পবিত্র দুনিয়া বলা হয় । তাকেই সবাই স্মরণ করে । পবিত্র দুনিয়া হলো স্বর্গ । তাহলে সেই স্বর্গ অবশ্যই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই স্থাপন করেন । সেই পবিত্র দুনিয়া, স্বর্গের রচয়িতা হলেনই পরমপিতা পরমাত্মা । নরকের রচয়িতা রাবণের কোনো মহিমা হয় না । মানুষ তাকে জ্বালায় । মানুষ জানে না, রাবণ নাম রেখে দিয়েছে । এর মতো কোনো মানুষ হতে পারে না । মানুষ তো পুনর্জন্ম নেয় । নাম রূপেরও পরিবর্তন হয়ে যায় । রাবণের নাম - রূপ কখনোই পরিবর্তন হয় না । এই দশ মাথাই চলে আসছে । দিনে দিনে আধা ফুট লম্বা বানানো হচ্ছে কারণ রাবণ এখন বড় হয়ে যাচ্ছে । রাবণকে জ্বালিয়ে আসছে তবুও মানুষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে । এখন তোমরা বুঝতে পারো যে পতিত কে বানায় ? এই পাঁচ বিকারকেই রাবণ বলা হয় । এই রাবণই দুঃখ দেয়, পতিত বানায় । তাই তো এই বিকারকে ত্যাগ করা উচিত, তাই না । সাধু - সন্ত ইত্যাদি অনেকেই এই বিকারকেই দানে নেয় । তারা বলে ---- আচ্ছা, তোমাদের মিথ্যা কথা বলা আমাকে দিয়ে দাও । বিশেষ করে কাম বিকারের জন্য বলে -- মাসে একবার কি দু'বার যাও । কিন্তু এখানে তো পাঁচ বিকারের কথা । কেবল একবার এক চোরকে ধরলে, অন্য চোর চুরী করতে শুরু করবে । তাই এই কথা কাউকে বোঝানো খুব সহজ । পতিত আত্মা, মহান আত্মা বলা হয় । পতিত পরমাত্মা বা মহান পরমাত্মা বলা হয় না । তাহলে পবিত্র কে বানাবে ? অবশ্যই ভগবানের দিকেই ইশারা করবে । উপরের দিকেই নজর যাবে । তিনি কবে আসবেন ? তাঁর নাম কি ? ভারতে শিব জয়ন্তী তো প্রসিদ্ধ । তাঁর নামই শিব, অন্য কোনো নাম দেওয়া হয় না । বুদ্ধিতে অবশ্য লিঙ্গাকারই আসবে । সোমনাথ -- বললেও বুদ্ধিতে সেই লিঙ্গই আসবে ।

এখন তোমাদের আত্মা জানে যে পরমাত্মা হলো আমাদের মতোই এক স্টার । এই যে তারারা, তাদের নক্ষত্র দেবতাও বলা হয় । নক্ষত্র কখনো ভগবান নয় । তোমরা হলে নক্ষত্র বা তারা । তোমাদেরও ভগবান বলা হবে না । তাহলে পরমাত্মা হলো এক বিন্দু । কিন্তু কিভাবে তার পুজো করা হবে ? তাই ভক্তি মার্গের মানুষ লিঙ্গের রূপ বানিয়ে দিয়েছে । কিন্তু এতো বড় জিনিস কিছু নয় । আত্মা তো ছোটো - বড় হয় না । তাই তাঁকে বড় বানানোও ভুল । কোনো মানুষেরই পরমাত্মার যথার্থ জ্ঞান নেই । এ অনেক বড় কথা । বলা হয়, একদম বিন্দু, কিন্তু তাঁকে স্মরণ কিভাবে করবো ? আরে, আত্মাদের তো তাদের বাবাকে স্মরণ করা খুব সহজ । কেবল বাবার মহিমা পৃথক । আত্মারা তো একইরকম । আত্মার মধ্যেই ভালো বা খারাপ, উঁচু - নীচু সংস্কার থাকে । আবার আত্মার মধ্যেই জ্ঞান থাকে । আত্মা কতো ছোটো । আত্মার সংস্কার অনুসারেই মানুষ গরীব বা বড়লোক হয় । এখন বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞানই আছে । মানুষ পরমাত্মাকেই জানে না তাই তাদের আত্মার জ্ঞানও নেই । উল্টে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী মনে করে নিয়েছে । এই সমস্ত জ্ঞান আত্মাই ধারণ করে । আত্মাই তার সংস্কার অনুসারে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । এই আত্মাই আবার কথা বলে । মানুষ নিজেদের মানুষ মনে করে কথা বলে । এখানে নিজেকে আত্মা মনে করার অভ্যাস করতে হয় । আমাদের আত্মাদের পরম পিতা পরমাত্মা এসে পড়ান । মানুষ তো বলে দেয় আত্মা নির্লিপ্ত । যদি নির্লিপ্তই হয় তাহলে সংস্কার কার মধ্যে ভরা হয় । মানুষ অনেক দ্বিধার মধ্যে রয়েছে । এই নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন জ্ঞান বাবাকেই এসে দিতে হয় । পুরানো দুনিয়ায় থাকা মানুষরা এই জ্ঞান দিতে পারে না । তাহলে বাবাকে তো জানতেই হবে, তাই না । ভক্তদের ভগবানের থেকে আশীর্বাদী বর্সা নিতে হবে । ভক্তিও তো চলে আসছে । মানুষ নুড়ি - পাথরের মধ্যে পরমাত্মাকে খুঁজতে থাকে । তারা মনে করে, সবাই পরমাত্মার রূপ । বাস্তবে সবাই হলো ভাই - ভাই । লক্ষ্মী -

নারায়ণ থেকে শুরু করে সমস্ত মানুষই ভাই - ভাই যেহেতু তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান । যদি শিবের সন্তান বলা হয় তাহলেও তো তিনি নিরাকার আত্মা । ব্রহ্মার সন্তান শরীরগত ভাবে ভাই - বোন হয়ে যায় । কিন্তু আবার যখন গৃহস্থ ব্যবহারে আসে তখন এই ভাই - বোনের ভান ভুলে যায় । যদি এই জ্ঞান থাকে তাহলে কেউ বিকারে যাবে না । এখন বাবা বোঝাচ্ছেন, তোমরা বিকারে যেও না । তোমরা এক বাবার বাচ্চারা সবাই ভাই - বোন । এখন ব্রহ্মা তোমাদের সামনে বসে আছে । তোমরা তার সন্তান, সবাই বি.কে । এ হলো গৃহস্থ জীবনে থেকে পবিত্র থাকার যুক্তি । জনকের উদাহরণ তো আছেই । প্রথমে এক একটি বিষয় নিশ্চিত হওয়া উচিত যে বাবা এসেছেন স্বর্গ বানাতে । ব্যস, এই তীর যদি একবার লেগে যায় তাহলে চট্ করে বাবার হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন যে, তোমরা আমার হয়ে যাও তাহলে আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক করে দেবো । আমরা নিশ্চিত যে, ইনি হলেন সেই বেহদের বাবা । আমরা অবশ্যই তাঁর থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেবো । "মনমনাভব আর মধ্যাজী ভব" কত সহজ কথা । কাজকারবার করেও যেন বুদ্ধিতে এই স্মৃতি থাকে যে, আমরা হলাম বাবার সন্তান । আমরা স্বর্গের মালিক হবো, তো এই খুশী থাকবে । এ হলো ৮৪ জন্মের চক্র । এই ৮৪ জন্ম হলো সূর্যবংশী দেবী - দেবতাদের । তোমরা জানো যে, আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী । কেবল চক্র বললেই জন্ম সিদ্ধ হয় না তাই বলতে হবে, আমরা ৮৪ জন্ম জানা স্বদর্শন চক্রধারী । তখন বাবাও স্মরণে আসবে আর পাঁচ যুগও স্মরণে আসবে । এখন আবার আমরা স্বর্গে যাবো । আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । বুদ্ধিতে যেন চক্র ঘুরতে থাকে আর শরীর নির্বাহের জন্য কাজ - কারবারও করতে হবে । বাবা বলেছেন যে, স্বদর্শন চক্রের জ্ঞান আমার ভক্তদের দাও । তাদের বোঝালে তারা চট্ করে নিশ্চিত হবে যে, বরাবর আমরাই ৮৪ জন্ম নিই । ৮৪ জন্ম যারা নেবে না, তাদের ধারণাও হবে না । ৮৪ জন্মের অর্থ হলো প্রথমের দিকে আমরা সূর্যবংশীতে আসবো । কেউ যদি অল্পও শোনে তবেও সে অবশ্যই স্বর্গে আসবে । কিন্তু ৮৪ জন্ম নেবে না, দেরীতেও আসতে পারে । তাদের থোড়াই ৮৪ জন্ম হবে । এ হলো জ্ঞানের মহান কথা । কতই না হিসেব - নিকেশ আছে । তবুও বাবা বলেন, আচ্ছা, যদি এমন গুহ্য রহস্য বুঝতে না পারো তাহলে শুধু বাবার হয়ে তাঁর আশীর্বাদী বর্সা তো নাও । আমরা হলাম শিব বাবার বাচ্চা । তিনি স্বর্গের রচয়িতা । এই নেশা থাকা উচিত । কিন্তু মায়া এই নেশায় থাকতে দেয় না । কেউ কেউ বলে -- বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করো - এ কোনো বড় কথা নয় । মায়া আমাদের কি করবে ? আমরা তো অবশ্যই এই বর্সা পাবো । এ কত সহজ কথা । কারোর যদি এই তীর বিদ্ধ হয় তাহলে বাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্সাকে স্মরণ করে খুবই খুশীতে থাকবে । যতক্ষণ এই খুশী না আসে ততক্ষণ বলা হবে পাই পয়সাতেই নিশ্চিত । যারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত তাদের খুশীর পারদ সবসময় চড়ে থাকে । কোনো রাজার যদি সন্তান না থাকে তাহলে বলে, এই কেল্লার ভিতরে প্রথমে যে আসবে তাকেই দত্তক নেবে, তখন লাইন লেগে যায় । কোনো খেলাতেও লাইন লাগে । দুধের বোতলের জন্যও লাইন লাগে । প্রথম নম্বরে দাঁড়ানোর জন্য ভোরবেলা উঠে দাঁড়িয়ে যায় । না হলে বুঝতে পারে যে, আমাদের অপেক্ষা করতে হবে । তেমনই এখানেও বাবার গলার হার হওয়ার জন্য লাইন লেগে যায় । সমস্ত কিছুই পুরুষার্থের উপর নির্ভর করে । বাবাকে স্মরণ করা হলো বুদ্ধির দৌড় । বাকি কাজ কারবার করতেই থাকো । হাতে কাজ করতে করতে বুদ্ধিতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো । আশিক আর মাসুক এক জায়গায় থোড়াই বসে থাকে । কাজ - কারবার করেও বুদ্ধি তার দিকেই থাকে । তাই এখানেও বুদ্ধি একজনের সাথে যুক্ত থাকা চাই, যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । যে সময়

পাও তাতেই পুরুষার্থ করো । আবার গৃহস্থ জীবনেও থাকতে হবে । এ কোনো কর্ম সন্ন্যাস নয় । শরীর নির্বাহ তো করতেই হবে ।

এখন বাবা ব্রহ্মার শরীরে এসে বলেন, আমি তোমাদের বাবা, আমিই তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই । তোমরা আমাকে আপন করে নেবে না ? আমার যখন হয়েছো তখন আমার সাথে যোগ লাগাও আর আমার হয়ে তোমরা যদি পবিত্র না থাকো, নাম যদি বদনাম করাও তাহলে অনেক সাজা ভোগ করবে । সদ্গুরুর নিন্দাকারী স্বর্গের দ্বারে পৌঁছাতে পারে না । আচ্ছা, বাপদাদা, মাতা - পিতা, যাদের থেকে সদা সুখের বর্সা নাও, স্বদর্শন চক্রধারী হয়ে রাজ্য ভাগ্যের অধিকার নাও, বাপদাদার এমন হারানিধি বাচ্চাদের স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) বাবার গলার হার হওয়ার জন্য বুদ্ধির দৌড় করতে হবে । এই স্মরণের যাত্রায় রেস করতে হবে ।

২) শরীর নির্বাহের কারণে কর্ম করেও স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে । কখনোই সদ্গুরুর নিন্দাকারী হয়ো না । নামকে বদনাম করার মতো কোনো কর্ম কোরো না ।

বরদান :- নিজের সাহসের (হিম্মত-এর) আধারে উৎসাহ - উদ্দীপনার পাখায় উড়তে থাকা শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও

যা কিছুই হোক্ না কেন নিজের হিম্মত ছেড়ো না । অন্যের দুর্বলতা দেখে নিজের মন খারাপ করো না । কি জানি, আমার তো এমন হবে না - এমন সঙ্কল্প কখনোই করো না । ভাগ্যবান আত্মারা কখনোই কারোর প্রভাব বা আকর্ষণে নীচে আসে না, তারা সর্বদা উৎসাহ - উদ্দীপনাতে ওড়ার কারণে সুরক্ষিত থাকে । যারা অতীতের কথা, দুর্বলতার কথা চিন্তা করে, অতীতের দিকে দেখে, এই অতীতে দেখার অর্থ হলো রাবণকে আহ্বান করা ।

স্লোগান :- প্রত্যেকের মতকে সম্মান দেওয়ার অর্থ হলো সম্মান নেওয়া, সম্মান যারা দেয় তারা কখনোই অপমান করে না ।